রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৫, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ জুন ২০০৯

নং ৪১ (আঃ মঃ) (মুঃ প্রঃ)-আইন-অনুবাদ-০১/০৯(অংশ-১)—সরকার কার্য বিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত The Public Accounts Default Act, 1850 (১৮৫০ সনের ১২ নং আইন) নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল ।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি, ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ।]

সরকারী হিসাব-রক্ষক কর্তব্যকর্ম-সম্পাদনে ব্যর্থতা আইন, ১৮৫০

(১৮৫০ সনের ১২ নং আইন)

[১ মার্চ, ১৮৫০]

সরকারী হিসাব-রক্ষকগণের কর্তব্যকর্ম-সম্পাদনে ব্যর্থতার কারণে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

প্রস্তাবনা।—সরকারী হিসাব-রক্ষকগণের কর্তব্যকর্ম-সম্পাদনে ব্যর্থতার কারণে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **হিসাব-রক্ষকগণ কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান।**—প্রত্যেক সরকারী হিসাব-রক্ষককে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদনের জন্য, এবং যথাযথ হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্যে, তাহার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে আসা সকল অর্থের নিরাপত্তা-জামানত প্রদান করিতে হইবে।

২। **নিরাপত্তা-জামানতের পরিমাণ ও ধরন, এবং জামানতের প্রকৃতি।**—বিশেষতঃ কোন সরকারী হিসাব-রক্ষকের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থতার কারণে (তাহার দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে), উক্ত হিসাব-রক্ষককে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময় প্রণীত বা প্রণীতব্য বিধি দ্বারা বস্তুগত বা ব্যক্তিগত (real or personal) অথবা উভয় প্রকার, নির্ধারিত পরিমাণের নিরাপত্তা-জামানত প্রদান করিতে হইবে।

৩। **"হিসাব-রক্ষক" এর সংজ্ঞা।**—এই আইনের ধারা ১ এবং ধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"হিসাব-রক্ষক"** অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি অফিসিয়াল স্বত্বনিয়োগী (assignee) বা ট্রাস্টি হিসাবে, অথবা সরবরাহকার হিসাবে, অর্থের হেফাজত বা নিয়ন্ত্রণের জন্য রশিদ, অথবা অর্থের জামানতের জন্য, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বলাভ করিয়াছেন; এবং এই আইনের ধারা ৪ এবং ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত অভিব্যক্তিতে এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি, রাষ্ট্রের চাকুরীতে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, অর্থের হেফাজত বা নিয়ন্ত্রণের রশিদ, বা অর্থের জামানতের জন্য, বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বলাভ করিয়াছেন।

৪। **হিসাব-রক্ষকগণের প্রসিকিউশন এবং জামানত।**—সরকারী হিসাব-রক্ষকগণ যে প্রধান কার্যালয়ের অধীনে নিয়োজিত সেই কার্যালয়ের যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উক্ত সরকারী হিসাব-রক্ষকগণের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতি বা তহবিল আত্মসাতের জন্য এমনভাবে আদালতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, যেন উক্ত অর্থের পরিমাণ ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে সরকারের পাওনা ছিল।

৫। **সরকারী হিসাব-রক্ষকগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কার্যধারায় প্রযোজ্য আইন।**—সরকারের ভূমি রাজস্বের বকেয়া আদায়ের জন্য, এবং যাহার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের জন্য মামলায় প্রযোজ্য, পদ্ধতি সং ফরমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ সরকারী হিসাব-রক্ষকগণের পক্ষে বা বিপক্ষে গৃহীত কার্যধারায় বর্তমানে বলবৎ বা ভবিষ্যতে বলবৎযোগ্য সকল রেগুলেশন ও আইন প্রযোজ্য হইবে।

৬। **[রিপিলিং অ্যাক্ট, ১৮৭০ (১৮৭০ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা রহিত।]**

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd